দৈনিক বাংলা

তারিখ 5 JAN 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও ... ডকুমেন্টেশন

বাইন্ডার ধর্মঘটের নবম দিন

# টেস্ট পেপার এখনো বাজারে আসেনিঃ পরীক্ষার্থীদের উদ্বেগ

(স্টাফ রিপোর্টার)

পুস্তক বাঁধাই শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে চলতি শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যপুস্তক বাজারে আসতে দেরী হবে। পাঠ্য বইয়ের অভাবে ছাত্রছাত্রীরা সময় মত পড়াশোনা শুরু করতে পারবে না। স্কুলগুলোতে শিক্ষাবর্ষ বা 'সেশন' দেরীতে শুরু হওয়ার আশংকা রয়েছে। এই নিয়ে শিক্ষক, অভিভাবক আর ছাত্ররা দারুণ উদ্বিগ্ন।

বোর্ডের পাঠ্য বই মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বাজারজাত করার দায়িত্বে নিযুক্ত বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেনঃ পুস্তক বাঁধাই শ্রমিক সমিতি ও গ্রন্থনা সমিতি বছরের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়টিতে ধর্মঘটের ডাক দেয়ায় পাঠ্যপুস্তক বাজারে ছাড়তে দেরী হবে। আলাপ আলোচনা চলছে। এখনও কোন সমঝোতা হয়নি। গতকাল ছিল তাদের এই ধর্মঘটের অষ্টম দিন।

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

## পরীক্ষার্থীদের উদ্বেগ

(প্রথম পৃঃ পর)

অভিভাবক ও শিক্ষাবিদরা অভিযোগ করেছেন যে প্রায় প্রতি বছরই দেশের এক কোটি মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীকে জিম্মি করে এই অচলাবস্থা তৈরি করা হয়। ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদির রেট বৃদ্ধির ব্যাপারে দর কষাকষির এটি মোক্ষম সময় মনে করে এই ধর্মঘট আহূত হয়ে থাকে। অভিভাবক ও শিক্ষাবিদরা মুদ্রাকর এবং বাইন্ডারদের বছরের এই "বার্ষিক ধর্মঘটের" ব্যাপারে তাদের দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তারা বলেনঃ আর যাই হোক ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা নিয়ে এ ধরনের অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয় নয়।

দফতরী ধর্মঘটের ফলে এই মুহূর্তে সবচাইতে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষার্থীগণ। 'টেস্ট পেপারের' অভাবে অগণিত এসএসসি পরীক্ষার্থী এখনও পুরাদমে পড়াশোনা শুরু করতে পারছে না।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহম্মদ ইউনুস মিয়া জানিয়েছেনঃ প্রাইমারী পর্যায়ের পাঠ্যবই বোর্ড সরাসরি প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতরের মাধ্যমে বিতরণ করে থাকে। আর মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যবই প্রকাশনা, মুদ্রণ, বিক্রয়, বিতরণ ও পরিবেশনার দায়িত্বে নিযুক্ত রয়েছে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি।

তিনি অভিযোগ করেন যে মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যবই বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির গত ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যেই বাজারজাত করার কথা ছিল। তিনি বলেনঃ সমিতির কর্মকর্তারা মাধ্যমিক পর্যায়ের ৭০ লক্ষ বই আগামী তিন চার দিনের মধ্যে বাজারে ছাড়ার ব্যবস্থা করবে বলে কথা দিয়েছে।

সমিতির একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ধর্মঘটী বাইন্ডারদের সংগে দু-এক দিনের মধ্যেই একটা চুক্তি হবে। আগামী রোববার, সোমবারের মধ্যে একটা সুরাহা হয়ে যাবে বলে আশা ব্যক্ত করা হয়েছে।

বাংলাবাজারের কয়েকজন পুস্তক ব্যবসায়ী ও প্রকাশকের সংগে আলাপ করে জানা গেছেঃ সারা বছর পেরিয়ে হঠাৎ করে ডিসেম্বর মাসে এসে প্রতিবছর এই নিয়ে একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী তাদের পুরনো স্টক বছরের শুরুতেই এই ধর্মঘটের সুযোগে বাজারে ছেড়ে দিয়ে মুনাফা লুটে নেয়। নতুন বই বাজারে ওঠার আগে পুরনো বইগুলো নিঃশেষ করার জন্যেও একটি মহল প্রতি বছরই অচলাবস্থা সৃষ্টি করছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।